বিশ্বের স্মরণীয় যুদ্ধ

Real Exam-এ আসা প্রশ্ন ঃ

০১. **বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়-**
ক. ৬২০ সালে খ. ৬২২ সালে গ. ৬২৪ সালে ঘ. ৬২৬ সালে

আলোচনা

→ **কলিঙ্গ যুদ্ধ** ঃ ২৬১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সম্রাট অশোক কলিঙ্গের রাজাকে পরাজিত করেন।

→ **বদরের যুদ্ধ** ঃ ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বদর নামক স্থানে মুসলিম বাহিনী ও মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ৭০ জন্য কাফের নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়। মুসলমানদের পক্ষে ১৩ জন শহীদ হন। মুসলমানরা এ যুদ্ধে জয়ী হয়।

→ **উহুদের যুদ্ধ** ঃ ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মদিনার উহুদ প্রান্তরে মক্কার পৌত্তলিকদের ও মুসলমানদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

→ **খন্দকের যুদ্ধ** ঃ ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হন।

→ **ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ** ঃ ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে যিশুখ্রিস্টের জন্মভূমি জেরুজালেম মুসলমানদের করতলগত হলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানরা ১০৯৫-১২৭২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আটটি ক্রুসেড ঘোষণা করে। যা ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে নামে পরিচিত।

→ **পানিপথের প্রথম যুদ্ধ** ঃ ১৫২৬ সালে বাবর ও ইব্রাহীম লৌদির মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটি হয়। এই যুদ্ধের মাধ্যমে বাবর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

→ **পানিপথের ২য় যুদ্ধ** ঃ ১৫৫৬ সালে হিমুর হস্তি বাহিনীর বিরদ্ধে আকবর ও বৈরাম খান যুদ্ধ করেন। হিমু চোখে তীর বিদ্ধ হয়ে পরাজিত ও নিহত হন।

→ **পানিপথের ৩য় যুদ্ধ** ঃ ১৭৬১ সালে আহমেদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়।

→ **পলাশীর যুদ্ধ** ঃ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উ-দ-দৌলার সাথে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের মধ্যে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়। মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে সিরাজ-উ-দ-দৌলার পরাজিত হন এবং ভারতে বৃটিশ রাজ্য স্থাপনের পথ সুগম হয়।

→ **বক্সারের যুদ্ধ** ঃ ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর ইংরেজদের সাথে মীর জাফর, সুজা-উদ-দৌল-া ও দ্বিতীয় শাহ আলম এর সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়ে ভারতবর্ষে রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করে।

→ **আমেরিকার যুদ্ধ** ঃ ১৭৭৬-১৭৮৩ সালে পর্যন্ত জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃর্ত্বে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম চলে এবং আমেরিকা বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

→ **ট্রাফালগার যুদ্ধ** ঃ ১৮০৫ সালে এই যুদ্ধে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি লর্ড নেলসন ফরাসী ও স্পেনের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে। ফলে নেপোলিয়নের ইংল্যান্ড আক্রমণের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

→ **ওয়াটারলুর যুদ্ধ** ঃ ১৮১৫ সালে ফ্রান্সের সেনাপতি নেপোলিয়নের সাথে বৃটিশ সেনাপতি ডিউক অব ওয়েলিংটন এর মধ্যে ওয়াটারলুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে নেপোলিয়ন পরাজিত হয় এবং তাঁকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়।

→ **ফরাসী বিপ-ব** ঃ ১৭৮৯ সালে ১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গ আক্রমণের মধ্য দিয়ে ফরাসী বিপ-ব শুরু হয়। রুশো, ভলটেয়ার তাঁদের লেখনির মাধ্যমে ফরাসী বিপ-বকে অনুপ্রেরণা জোগায়েছেন। ফরাসী বিপ-বের শে-াগান ছিল স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব।

→ **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ** ঃ ১৮৬১-১৮৬৫ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১১টি সাউদার্ন স্টেটস ও নর্দান ফেডারেল স্টেটস এর মধ্যে গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় ১৮৬৩ সালে আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা বিলোপ করেন। যুদ্ধে উত্তরের রাজ্যগুলি জয়ী হয়। এটি গেটিসবার্গ যুদ্ধ নামে পরিচিত।

→ **সিপাহী বিপ-ব** ঃ ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে দেশীয় সিপাহীদের জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটে। ইংরেজরা কঠোরভাবে এই বিপ-ব দমন করে।

→ **আরব-ইসরাইল যুদ্ধ** ঃ এ পর্যন্ত আবর-ইসরাইল ৪টি যুদ্ধ সংগঠিত হয়। ১৯৪৮ প্রথম আবর-ইসরাইল যুদ্ধে আরবরা পরাজিত হয়। ১৯৫৬ সালে মিশর কর্তৃক সুয়েজখাল জাতীয়করণ করাকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় আরব-ইসরাইল যুদ্ধ বাঁধে। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড ইসরাইলকে সমর্থন করে। রাশিয়ার হুমকিতে ইসরাইল যুদ্ধ বিরতি মেনে নেয়। ১৯৬৭ সালে তৃতীয় আরব ইসরাইল যুদ্ধে ইসরাইল জেরুজালেমের বিরাট অংশ, সিনাই, পশ্চিম তীর ও গাঁজাসহ সিরিয়ার মালভূমি দখল করে নেয়। এ যুদ্ধ ৬ দিন স্থায়ী ছিল। ১৯৭৩ সালে চতুর্থ আরব ইসরাইল যুদ্ধে মিশর সিনাই পূর্ণদখল করে। এই যুদ্ধ ১৮ দিন স্থায়ী ছিল।

→ **পাক-ভারত যুদ্ধ** ঃ ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ১৯৬৬ সালে তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

→ **ইরাক-ইরান যুদ্ধ** ঃ শাত-ইল-আরবের জলধারাকে নিয়ে ইরাক ও ইরানের মধ্যে ১৯৮০-১৯৮৮ পর্যন্ত যুদ্ধ সংগঠিত হয়। জাতিসংঘের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং ২০সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

→ **ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ** ঃ ২ আগস্ট ১৯৯০ সালে ইরাক কুয়েতকে দখল করে তার ১৯তম রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করে। ফলশ্রুতিতে, ১ জানুয়ারি ১৯৯১ বহুজাতিক বাহিনী ইরাকের উপর হামলা চালায় এবং ইরাক কুয়েত ছাড়তে বাধ্য হয়। ৫ মার্চ ১৯৯১ ইরাক জাতিসংঘের সকল শর্ত মেনে নিয়ে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

তথ্যপ্রবাহ.....

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ২৮ জুলাই, ১৯১৪ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগ দেয়- ৬ এপ্রিল, ১৯১৭ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ হয়- ১১ অক্টোবর, ১৯১৮ সালে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি ডুবিয়ে দেয়- যুক্তরাষ্ট্রের লুসিতানিয়া জাহাজটি
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জেনারেল ফচ্।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন- বিস্‌মার্ক।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিরতি চুক্তির নাম- প্যারিস শান্তি চুক্তি।
- ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৮ জুলাই ১৯১৯, ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হয়- ২৮জুন ১৯১৯, ভার্সাই চুক্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

তথ্যপ্রবাহ.....

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়- ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- রুজভেল্ট ও ট্রুম্যান।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- উইন্সটন চার্চিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন- যোশেফ স্ট্যালিন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগদান করে- ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পিতৃভূমি বলা হয় -রাশিয়াকে।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের 'হিরোশিমাতে' এটম বোমা ফেলে- ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের 'নাগাসাকিতে' এটম বোমা ফেলে- ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- জাপানের 'হিরোশিমা' ও 'নাগাসাকিতে' নিক্ষিপ্ত বোমার নাম- লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে- ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলার নির্দেশ দেয়- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাফার স্টেট ছিল- বেলজিয়াম।
- কুমিল-ায় অবস্থিত ওয়ার সিমেট্রি স্বাক্ষ্য বহন করে- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

পারমাণবিক তথ্য

তথ্যপ্রবাহ.....

- ভারত প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় ১৯৭৪ সালে রাজস্থানের পোখরানে।
- পাকিস্তান প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায় ২৮ ও ৩০ মে ১৯৯৮ বেলুচিস্তানের চাগাই মরুভূমিতে (মুসলিম বিশ্বে প্রথম বিস্ফোরণ ঘটায়)।
- পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক - আবদুল কাদির।
- ভারতের পারমাণবিক বোমার জনক - এ.পি.জে. আবদুল কালাম।
- বিশ্বের প্রথম নিক্ষিপ্ত পারমাণবিক বোমার নাম- লিটল বয়।
- বিশ্বের প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র ধ্বংসকারী দেশ- আলবেনিয়া (১৩ জুলাই ২০০৭)।
- বিশ্বের একমাত্র দেশ পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হয়েও পরমাণু অস্ত্র ধ্বংস করে- দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৯১।
- বিশ্বের একমাত্র দেশ পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হয়েও আনুষ্ঠানিক কোন ঘোষনা দেয়নি- ইসরাইল।
- বুশাহর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- ইরানে।

বিশ্বের গেরিলা সংগঠন ও অন্যান্য সংগঠন

সংগঠনের নাম	দেশের নাম
ব-াক ক্যাট	ভারতের কমান্ডো বাহিনী
রেড আর্মি	জাপানের সন্ত্রাসবাদী দল
হামাস	ফিলিস্ড়িনি গেরিলা সংগঠন
গুর্খা	নেপালী সৈনী বাহিনী
সাভাক	ইরানের শাহের গোপন পুলিশ বাহিনী
গেস্টাপো	হিটলারের গোপন পুলিশ বাহিনী
RUF	সিয়েরালিওনের গেরিলা সংগঠন
MNLF	ফিলিপাইনের মিন্দানাও-এর স্বাধীনতাকামী সংগঠন
KNU	মায়ানমারের গেরিলা বাহিনী
MRTA	পের"র গেরিলা সংগঠন

বিশ্বের কয়েকটি সামরিক অপারেশনের নাম

তথ্যপ্রবাহ.....

অপারেশনের নাম	যাদের দ্বারা পরিচালিত	যে উদ্দেশ্যে পরিচালিত	সময়
অপারেশন রেবেল হান্ট	বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী কর্তৃক	পলাতক বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানদের আটকের জন্য	২০০৯
অপারেশন সি লায়ন	জার্মানি কর্তৃক	ব্রিটেনে পরিচালিত সামরিক অভিযান	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
অপারেশন ওভারলোড	যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও কানাডা কর্তৃক	হিটলারের নাৎসীবাহিনী হতে ফ্রান্স মুক্ত করার অভিযান	৬ জুন, ১৯৪৪
অপারেশন সার্চলাইট	পাকবাহিনী কর্তৃক	বাংলাদেশে পরিচালিত গণহত্যা অভিযান	২৫ মার্চ, ১৯৭১
অপারেশন ক্লোজডোর	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক	মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান	১৯৭১
অপারেশন লোটাস	ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক	পূর্ব-তিমুরে পরিচালিত অভিযান	১৯৭৫
অপারেশন সি অ্যাঞ্জেলস	মার্কিন টাস্কফোর্স কর্তৃক	বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড়ে সাহায্য অভিযান	২৯ এপ্রিল, ১৯৯১
অপারেশন রেস্টোর হোপ	জাতিসংঘ	সোমালিয়ায় পরিচালিত সাহায্য অভিযান	১৯৯২
অপারেশন ডেজার্ট শিল্ড	মার্কিন বাহিনী কর্তৃক	সৌদি আরব রক্ষার্থে সামরিক অভিযান	-
অপারেশন বিজয়	ভারত কর্তৃক	কারগিল সীমান্ড়ে পাক-বাহিনীর বির"দ্ধে অভিযান	১৯৯৯
অপারেশন স্ট্রাইকিং ফোর্স	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক	দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ নির্মূল অভিযান	২০০২
কম্বিং অপারেশন	বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক	দেশে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সন্ত্রাস নির্মূল অভিযান	-
অপারেশন ক্লিন হার্ট	বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী কর্তৃক	দেশে সন্ত্রাস, অপরাধ ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান	১৬ অক্টোবর, ২০০২

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা সংস্থা

দেশের নাম	গোয়েন্দা সংস্থা
যুক্তরাষ্ট্র	CIA, FBI
যুক্তরাজ্য	ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস (BSS)
রাশিয়া	রাশিয়ান সিক্রেট সার্ভিস (RSS)
ফ্রান্স	ডি জি এস ই (DGSE)
চীন	সেন্ট্রাল এক্সটার্নাল লেসা ডিপার্টমেন্ট
জার্মানি	গেইলেন অর্গানাইজেশন
জাপান	নাইচো
মিশর	মুখরবাত
ইসরাইল	মোসাদ, আমান
ভারত	দ্য রিসার্চ এন্ড অ্যানালাইসিস উইং (RAW)
পাকিস্ড়ান	পাকিস্ড়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (PIA) ইন্টার সার্ভিস ইন্টিলিজেন্স (ISI)
ইরান	সাভাক
অস্ট্রেলিয়া	এ.এস.আই.ও
বাংলাদেশ	NSI- National Security Intelligence DGFI-Directorate General of Forces Intelligence CID- Criminal Investigation Department DB- Detective Branch SB- Special Branch

যুদ্ধ / স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

দেশ	ব্যক্তি
বাংলাদেশ	শেখ মুজিবুর রহমান
পূর্ব তিমুর	জানানা গুসামাও
চীন	মাও সেতুং
এঙ্গোলা	এন্টোনিও এগোসটিনহো নেটো
কেনিয়া	জুমো কেনিয়াটা
ভারত	মহাত্মা গান্ধী/জওহরলাল নেহের
চেচনিয়া	জওহর দুদায়েভ
পাকিস্ড়ান	মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
ইন্দোনেশিয়া	আহমেদ সুকর্ণ
দক্ষিণ আফ্রিকা	নেলসন ম্যান্ডেলা
জিম্বাবুয়ে	রবার্ট মুগাবে
রাশিয়া	লেনিন, স্ট্যালিন
জার্মানি	বিসমার্ক
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	জর্জ ওয়াশিংটন
তুরস্ক	কামাল আতাতুর্ক

আলোচিত বিতর্কিত ভূমি

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

- **পেরেঝিল :** ভূ-মধ্যসাগরে জিব্রাল্টার প্রণালীর মুখে মরক্কো ও স্পেনের মধ্যে বিতর্কিত ভূমি। বর্তমানে স্পেনের অধীনে।
- **জিব্রাল্টার :** ভূ-মধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মিলনস্থলে বৃটেন ও স্পেনের মধ্যে বিতর্কিত ভূমি। ইহা বর্তমানে বৃটেনের অধীনে।
- **ওকিনাওয়া :** প্রশান্ড় মহাসাগরে অবস্থিত জাপানের অধীনে একটি দ্বীপ। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নৌঘাঁটি রয়েছে। উলে-খ্য যে, ১৯৭২ সালে যুক্তরাষ্ট্র জাপানের নিকট এই দ্বীপটি হস্ড়ান্ড়র করে।
- **শাত-ইল-আরব :** পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ইরান ও ইরাকের মধ্যে বিতর্কিত একটি জলাধার।

- **গোলান মালভূমি :** ইসরাইল ও সিরিয়ার মধ্যে বিতর্কিত মালভূমি। বর্তমানে এটি ইসরাইলের অধীনে রয়েছে।
- **স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জ :** দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থিত। চীন ও ভিয়েতনামের মধ্যে বিতর্কিত দ্বীপ।
- **ফকল্যান্ড দ্বীপ :** দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত বৃটেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে বিতর্কিত দ্বীপ। বর্তমানে এটি বৃটেনের অধীনে রয়েছে।
- **শাখালিন :** জাপান সাগরে অবস্থিত। জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে একটি বিতর্কিত দ্বীপ।
- **সুবিক বে :** প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত ফিলিপাইনের অধীনস্থ একটি দ্বীপ। ১৯৯২ সালে যুক্তরাষ্ট্র এটি ফিলিপাইনের নিকট হস্তান্তর করে।

মালিকানা নিয়ে বিরোধপূর্ণ কয়েকটি দ্বীপ / অঞ্চল

বিরোধপূর্ণ দ্বীপ	যাদের মধ্যে বিরোধ
আবু মুসা দ্বীপ	সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইরান
কুরিল দ্বীপপুঞ্জ	রাশিয়া ও জাপান
শাখালিন দ্বীপপুঞ্জ	রাশিয়া ও জাপান
শাতইল আরব	ইরাক ও ইরান
গোলান মালভূমি	ইসরাইল ও সিরিয়া
পেরেঝিল	স্পেন ও মরক্কো
ফকল্যান্ড দ্বীপ	বৃটেন ও আর্জেন্টিনা
নিউমুর	বাংলাদেশ ও ভারত
নার্গানো কারবাখ	আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া

কয়েকটি সীমান্তবর্তী অঞ্চল

অঞ্চলের নাম	যে দুটি দেশে/স্থানে অবস্থান	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
১. পানমুনজান	উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া	দুই কোরিয়াই এটির মালিকানা দাবি করে।
২. সিনাই উপদ্বীপ	আকাবা উপসাগর ও সুয়েজ খাল	এটি একটি মরুভূমি অঞ্চল। ১৯৫৬ সালে ইসরাইল এটি দখল করে নেয়।
৩. সিয়েচেন হিমবাহ	ভারত ও পাকিস্তান	এটি কাশ্মীরে অবস্থিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ রণাঙ্গন।
৪. ইমফল	ভারত ও মায়ানমার	এটি ভারতের মনিপুর রাজ্যের রাজধানী।
৫. মংডু	বাংলাদেশ ও মায়ানমার	এটি বান্দরবান জেলায় অবস্থিত।
৬. লাদাখ	জুম্মু ও কাশ্মীর এবং চীন	১৯৬২ সালে চীন ভারত আক্রমণ করলে এখানে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

আয়তন ও জনসংখ্যায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অবস্থান

পৃথিবীর প্রধান প্রধান উপজাতি

তথ্যপ্রবাহ.....

জাতি/উপজাতি	ভৌগোলিক অবস্থান
কুর্দি	তুরস্ক, ইরাক ও ইরানের অন্তর্ভুক্ত কুর্দিস্থানের উপজাতি
পিগমী	আফ্রিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলের খর্বকায় জাতি
বেদুঈন	আরব ও উত্তর আফ্রিকার যাযাবর জাতি
এস্কিমো	গ্রীনল্যান্ড ও আর্কটিক অঞ্চলের অধিবাসী
ভাইকিং	আরব ও উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী দস্যু জাতি
নিগ্রো	মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালো মানুষ
রেড ইন্ডিয়ান	উত্তর আমেরিকার আদিবাসী (রকি পর্বত ও মিসৌরী নদীর মধ্যবর্তীস্থানে বাস করে)
জুলু, ইনকাথা	দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রো জাতি
কুলু	দক্ষিণ আফ্রিকার আদিবাসী
মাওরী	নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী
কিউই	নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী
মূর	উত্তর আফ্রিকার বসবসরত ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা
আফ্রিদি	পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের ওয়াজিরস্থানের উপজাতি

দ্রাবিড়	দক্ষিণ ভারতের আদি অধিবাসী
এবরজিন	অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও উপজাতি
ডাচ/ওলন্দাজ	হল্যান্ডের অধিবাসী
হুটু ও টুটসী	বুরুন্ডীর বিবাদমান দুটো উপজাতি
মেস্ট্রিজো	রেড ইন্ডিয়ান ও স্পেনীয়দের সংমিশ্রণে সংকর উপজাতি প্যারাগুয়েতে বসবাস করে।
মুলাট্টো	নিগ্রো ও ইউরোপিয়ানদের সংকর জাতি, ব্রাজিলে বসবাসকারী একটি উপজাতি।
রোহিঙ্গা	মায়ানমারে বসবাসকারী একটি উপজাতি যাদের নাগরিক স্বীকৃতি নেই।
মাওবাদী	নেপালে স্বাধীনতাকামী একটি উপজাতি
টোডা	ভারতের নীলগিরি পবর্তে বসবাসকারী উপজাতি।
শেরপা	নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে বসবাসকারী বংশোদ্ভুত অধিবাসী
পাঙন	বাংলাদেশ পার্বত্য বান্দরবন, মুসলিম উপজাতি

বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠির উপাধি/বিশেষ নাম

উপাধি / বিশেষ নাম	জাতি / গোষ্ঠি
গুর্খা	নেপালী সৈন্য
জনবুল	ইংরেজ জাতি
জি. আই	আমেরিকান সৈন্য
ম্যান্ডারিন	চীনা রাজ কর্মচারী
পুলু	ফরাসী সৈন্য
টমি এটকিনস	ইংরেজ সৈন্য
আংকেল শ্যাম	US সরকার এবং অধিবাসী

কতিপয় পরিভাষা

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

১. **এভিকালচার (Aviculture)-** পাখি পালন বিদ্যা
২. **পিসিকালচার (Psciculture)-** মৎস্য চাষ বিদ্যা
৩. **এপিকালচার (Apiculture)-** মৌমাছি পালন বিদ্যা
৪. **এনটোমোলজি (Entomology)-** পোকা-মাকড় ও কীট পতঙ্গ সম্পর্কিত বিদ্যা
৫. **সেরিকালচার (Sericulture)-** গুটি পোকা বা রেশম পোকা সম্পর্কিত বিদ্যা
৬. **হরটিকালচার (Horticulture)-** উদ্যান পালন বিদ্যা
৭. **ফিলাটেলি (Philately)-** ডাকটিকিট সংগ্রহ সম্বন্ধীয় বিষয়
৮. **ফিললজি (Philology)-** ভাষা বিজ্ঞান
৯. **ফোনেটিক্স (Phonetics)-** ভাষার ধ্বনি বিজ্ঞান
১০. **এনাটমী (Anatomy)-** মানুষের অঙ্গ সংস্থান সম্পর্কিত বিদ্যা
১১. **সিসমোলজি (Seismology)-** ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কিত বিদ্যা
১২. **ইকোলজি (Ecology)-** পরিবেশের সাথে জীবের সম্পর্কিত বিজ্ঞান

কয়েকটি পরিমাপক যন্ত্র

০১. **ক্রোনোমিটার-** সময় মাপার যন্ত্র
০২. **ট্যাকোমিটার-** উড়োজাহাজ ও মোটর বোটের গতি নির্ধারক যন্ত্র
০৩. **ফ্যাদোমিটার-** সমুদ্রের গভীরতা মাপক যন্ত্র
০৪. **ম্যানোমিটার-** গ্যাসের চাপ নির্ণয় করার যন্ত্র
০৫. **রেনগেজ-** বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র
০৬. **সিসমোগ্রাফ-** ভূমিকম্প মাপক যন্ত্র
০৭. **কার্ডিওগ্রাফি-** হৃৎপিন্ডের গতি মাপক যন্ত্র

রাজনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

- **জনপথ রোড-** দিল্লীতে অবস্থিত। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন।
- **রাইটার্স বিল্ডিং-** ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সচিবালয় (কলকাতা)।
- **সিংহ দরবার-** কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত নেপাল সরকারের সদর দফতর।

- **অ্যাডামস্ পীক** - মধ্য শ্রীলংকায় অবস্থিত পর্বত। এটি পবিত্র স্থান বলে আখ্যায়িত।
- **ট্রেম্পল ট্রি-** কলম্বোতে অবস্থিত। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন।
- **নারায়ণ হিতি প্রাসাদ-** কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত। নেপালের রাজার বাসভবন।
- **মালকানাং প্রাসাদ-** ম্যানিলায় অবস্থিত। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন।
- **মারদেকা প্রাসাদ-** জার্কাতায় অবস্থিত। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন।
- **আল জমহুরী ও আল সাজুদ-** বাগদাদে অবস্থিত। ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্যালেস।
- **অজন্ড্রা-** ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত। প্রাচীন গুহা চিত্রের জন্য বিখ্যাত।
- **আজমীর-** ভারতে অবস্থিত। খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তী (রঃ) এর মাজার আছে।
- **আভা-** মায়ানমারে অবস্থিত। প্রাচীন প্যাগোডার জন্য বিখ্যাত।
- **বোগোর প্রাসাদ-** ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের গ্রীষ্মকালীন বাসভবন।
- **ট্রয়-** এশিয়া মাইনরে অবস্থিত পৌরণিক শহর। বর্তমানে তুরস্কের অধীন।
- **সেকান্দ্রা-** ভারতের আগ্রায় অবস্থিত। মোঘল সম্রাট আকবরের সমাধীস্থল।
- **নাজারেথ-** ইসরাইলের একটি শহর। যীশু খ্রিষ্ট এখানে শিশুকালে বাস করতেন।
- **চেরাপুঞ্জী-** ভারতের মেঘালয়ের খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে অবস্থিত। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে চুনাপাথরের খনি আছে ও প্রচুর কমলালেবু জন্মে।
- **ভিক্টোরিয়া-** হংকং এর রাজধানী। এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ বন্দর এবং বস্ত্র ও জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।
- **ম্যানিলা-** ফিলিপাইনের বৃহত্তম নগরী ও বন্দর। এখানে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা সংস্থার (IRRI) প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।
- **ইয়াকোহামা-** জাপানের বৃহত্তম বন্দর, প্রসিদ্ধ বস্ত্র ও রেশম শিল্প কেন্দ্র।
- **জেরুজালেম-** ইসরাইলের একটি শহর। মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদীদের নিকট এটি পবিত্র ভূমি বা পবিত্র নগরী নামে পরিচিত।
- **তিয়েন আন ম্যান স্কোয়ার-** চীনের রাজধানী বেইজিং এ অবস্থিত ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। তিয়েন ম্যান অর্থ চির শান্তির তোরণ। এই স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চীনের মহান নেতা মাও সে তুং চীনকে একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র (প্রজাতন্ত্র) হিসেবে ঘোষণা দেন। এই স্কোয়ারে ১৯৮৯ সালের জুন মাসে চীনা ছাত্ররা গণতন্ত্রের জন্য বিক্ষোভ শুরু করলে চীন সরকার সেই বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমন করেন।
- **ইস্তাম্বুল-** এই শহরটি এশিয়া ও ইউরোপ উভয় মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত। তুরস্কের প্রাচীন রাজধানী ও প্রাচীন নগরী। এর পূর্ব নাম কনস্ট্যান্টিনোপল।
- **স্বর্ণ মন্দির-** ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর নগরীতে অবস্থিত শিখদের পবিত্র মন্দির। ১৯৮৪ সালে ভারতের ইন্দিরা সরকার স্বাধীনতাকামী শিখদের দমনের জন্য উক্ত মন্দিরে 'ব্লু স্টার' নামক অভিযান পরিচালনা করে।
- **ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হল-** পশ্চিমবঙ্গের (বাংলা প্রদেশ) রাজধানী কলকাতায় অবস্থিত এটি ঐতিহাসিক স্থান।
- **বুলন্দ দরজা-** ভারতের ফতেহপুর সিক্রির প্রবেশ পথে সম্রাট আকবর কর্তৃক নির্মিত বিখ্যাত দরজা।
- **আল-আক্সা মসজিদ-** জেরুজালেমে অবস্থিত মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ।
- **বাবরী মসজিদ-** এই ঐতিহাসিক মসজিদটি ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা নগরীতে অবস্থিত। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর এটি নির্মাণ করেন। হিন্দু মৌলবাদীদের দাবী যে, মসজিদটি হিন্দু দেবতা রামের মন্দির ভেংগে নির্মাণ করা হয়েছে। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখে বাবরী মসজিদ হিন্দু চরমপন্থীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়।
- **কুতুব মিনার-** পুরাতন দিল্লীতে অবস্থিত সুলতান কুতুবউদ্দীন আইবেক নির্মিত ভারতের সর্বোচ্চ মিনার। ১২৩২ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। এর উচ্চতা ৫৮ মিটার।
- **পামির-** মধ্য এশিয়ার একটি মালভুমি। একে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়ে থাকে।
- **কারবালা-** ইরাকের ফোরাত নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক প্রান্তর। এখানে দামেস্কের অধিপতি এজিদের সেনাবাহিনীর সাথে ধর্ম যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর দৌহিত্র ও হযরত আলী (রাঃ) এর কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেন (রাঃ) মর্মান্তিকভাবে শাহাদৎবরণ করেন।
- **বেথেলহেম-** জেরুজালেমের নিকটে অবস্থিত। এখানে একটি গোয়াল ঘরে কুমারী মাতা মেরীর ঔরসে ১ খ্রিষ্টাব্দে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রিস্ট জন্মগ্রহণ করেন (ইসলাম ধর্মে তাকে ঈসা নবী বলা হয়)।
- **পলাশী-** পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রান্তর। এখানে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ- দৌলার সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়।
- **শান্তিনিকেতন-** পশ্চিমবঙ্গের বোলপুরে অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক মহান ব্যক্তিত্ব এখানে পড়াশুনা করেছেন।

মোহেন-জো-দারো- পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত। এখানে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার (খ্রীঃ পূর্ব

- **ক্রেমলিন** - মস্কোতে অবস্থিত রুশ সরকারের প্রধান কার্যালয়। সুরমা অট্টালিকা পরিবেষ্টিত। পূর্বে এটাকে জার সম্রাটগণ প্রাসাদ হিসেবে ব্যবহার

Pri-L-P2 # 19

- **রেড স্কোয়ার** - মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদের পাশে অবস্থিত বিখ্যাত প্রান্তর। এখানে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা ভ-াদিমির ইলিস লেলিনের সমাধি রয়েছে।
- **ওয়াল স্ট্রিট-** নিউইয়র্কে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের স্টক এক্সচেঞ্জ অফিস এখানে অবস্থিত ।
- **ওভাল অফিস-** ওয়াশিংটনে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়।

- **পেন্টাগন বিল্ডিং-** ওয়াশিংটনে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর।
- **লাপাজ-** দক্ষিণ আমেরিকার দেশ বলিভিয়ার রাজধানী। এটি পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী। লাপাজে পৃথিবীর উচ্চতম বিমান বন্দর অবস্থিত ।
- **ফ্রিডম টাওয়ার-** নিউইয়র্কে অবস্থিত। বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র টুইন। টাওয়ারের স্থানে প্রস্তাবিত বিশ্বের সর্বোচ্চ ভবন।
- **জুপিটার মন্দির-** ভেনিজুয়েলার পার্লামেন্ট ভবন।
- **কেপ কেনেডি-** যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত। এখানে NASA-র মহাকাশযান উৎক্ষেপন কেন্দ্র রয়েছে।
- **ওয়াটার গেট-** ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাণিজ্যিক ভবন। এখানে ডেমোক্র্যাট দলের রাজনৈতিক অফিস রয়েছে।
- **স্ট্যাচু অব লিবার্টি -** নিউইয়র্কে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রতীক স্তম্ভ। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার প্রতীক এ মূর্তিটি ফ্রান্স USA-কে উপহার দেয়।

খেলাধূলা

অলিম্পিক

তথ্যপ্রবাহ.....

- আধুনিক অলিম্পিক কোথায় শুরু হয়- **গ্রীসের এথেন্সে ১৮৯৬ সালে।**
- আধুনিক অলিম্পিকের জনক- **ব্যরন পিয়েরে দ্য কুবার্তো (ফ্রান্স)।**
- ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (IOC) গঠিত হয়- **১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।**
- IOC এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- **সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে।**
- বিশ্ব অলিম্পিকের পতাকা- **পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন রং-এর পাঁচটি বৃত্ত।**
- মহিলারা প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে- **১৯২৮ সালে।**
- শীতকালীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়- **১৯২৪ সালে।**
- শতবর্ষ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- **১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় (২৬ তম)।**
- পরবর্তী ২৩তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- **২০১৪ সালে রাশিয়ায়।**
- এশিয়াতে এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- **৩ বার। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে (১৮ তম) ১৯৮৮ সালে সিউলে (২৪ তম), ২০০৮ সালে বেইজিংয়ে (২৯তম)।**
- এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি- **৩ বার। ১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ সালে (প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।**
- অলিম্পিক যাদুঘর অবস্থিত- **লুজান (সুইজারল্যান্ড)।**
- ২০০৮ সালে অলিম্পিক হয়- **চীনে বেইজিংয়ে (২৯ তম)।**
- ২০১২ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- **ইংল্যান্ডে (৩০ তম)।**
- অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা- **১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ফিলিস্তিনি কমান্ডো কর্তৃক ১১ জন ইসরাইলী অ্যাথলেট হত্যা।**
- বাংলাদেশ প্রথমবারের মত অলিম্পিকে অংশ নেয়- **১৯৮৪ সালে লস এঞ্জেলসে ২৩ তম অলিম্পিকে।**
- অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিযোগী- **স্প্রিন্টার সাইদুর রহমান ডন।**
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান- **অলিম্পিক গেমস।**
- ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন- **ফ্রান্সের ব্যারণ পিয়েরে দ্যা কুবার্তো।**
- পাঁচটি বলয় চিহ্নিত অলিম্পিক পতাকা উত্তোলন করা হয়- **১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে।**
- অলিম্পিক পতাকা উত্তোলনের সময় যে গান গাওয়া হয় তার সুরকার ও গীতিকার- **স্পাইরাস সামারস ও কোস্তিস পালামাস।**
- অলিম্পিক গেমসকে বলা হয়- **গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।**
- প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের পুরস্কার ছিল- **জলপাই পাতার মুকুট।**
- অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণজয়ী মহিলা- **সি কুপার (গ্রেট ব্রিটেন)।**
- অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী প্রথম এশীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ- **১৯২৮ সালে জাপানের মিকিওদা ওদা ট্রিপল, জাম্প ইভেন্টে।**
- অলিম্পিক শপথ প্রথম পাঠ করানো হয়- **১৯২০ সালে। বেলজিয়ামের এন্টাওয়ার্পে ভিক্টর বোসেন পাঠ করান।**
- বিশ্ব অলিম্পিক দিবস পালিত হয়- **২৩ জুন।**
- অলিম্পিকের ৮টি বিভাগের সবকটিতে পুরস্কার পেয়েছেন- **সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে আলেকসান্দার দিতিয়াতিন ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে (স্বর্ণ -৩টি, রৌপ্য - ৪টি এবং ব্রোঞ্জ - ১টি)।**
- ধুমপানমুক্ত অলিম্পিক ছিল- **১৯৯৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিক।**
- অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়- **৪ বছর পর।**
- **২০১২ সালে অলম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে- লন্ডনে।**

ফুটবল

তথ্যপ্রবাহ.....

- ফুটবল খেলার জন্ম- **চীনে**।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম- **FIFA (Federation of International Football Association.)**
- FIFA জন্মলাভ করে- **২১ মে, ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে**।
- FIFA র প্রথম সভাপতি ছিলেন- **জুলেরিমে**।
- FIFA-র বর্তমান সভাপতি- **সেপ ব-াটার (সুইজারল্যান্ড)**।
- FIFA-র বর্তমান সদস্য- **২০৮টি (সর্বশেষ মন্টিনিগ্রো)**।
- একটি ফুটবলের পরিধি- **২৭ - ২৮ ইঞ্চি**।
- আদর্শ ফুটবলের ওজন- **১৪ - ১৬ আউন্স**।
- আন্তর্জাতিক মানের একটি ফুটবল ম্যাচের সময়- **মাঝের বিরতি ছাড়া ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট**।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়ামের নাম- **ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়াম (প্রায় ২ লক্ষ আসনবিশিষ্ট)**।
- আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম- **চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগে অবস্থিত স্টাইভ স্টেডিয়াম**।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা রেফারী- **পাবলো বাজোলি**।
- ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয়- **ফ্রান্সের প্যারিসে**।
- ফুটবলের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত- **ল্যাটিন আমেরিকা**।
- তিনবার ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন- **জিনেদিন জিদান ও রোনালদো**।
- ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তী- **পেলে (ব্রাজিল)**।
- ফুটবলের সম্রাট- **কালো মানিক পেলে (ব্রাজিল)**।
- ফুটবলের রাজপুত্র বলা হয়- **ম্যারাডোনাকে**।
- 'টোটাল ফুটবলের জনক'- **হল্যান্ডের জোহান ক্রুইক**।

বিশ্বকাপ ফুটবল

Real Exam-এ আসা প্রশ্ন ঃ

০২। **২০১০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে কোন দেশ রানার্স আপ হয়েছে?**
ক. নেদারল্যান্ড খ. জার্মানি গ. স্পেন ঘ. ইতালি

- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **১৯৩০ সালে, উরুগুয়ে**।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়- **উরুগুয়ে (রানার্স আপ আর্জেন্টিনা)**।
- বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা- **ফ্রান্সের লুই লরেন্ট**।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **৪ বছর পরপর**।
- বিশ্বকাপ ট্রফির প্রথম নাম ছিল- **জুলেরিমে কাপ**।
- বর্তমান বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফির নাম- **ফিফা বিশ্বকাপ**।
- নতুন ফিফা বিশ্বকাপ চালু হয়- **১৯৭৪ সাল থেকে**।
- ফিফা ট্রফির ভাস্কর- **ইটালির সিনভিও গাজ্জানগা**।
- জুলে রিমে ট্রফির ভাস্কর- **মঁশিয়ে আবেল লাফারিওর (ফ্রান্স)**।
- এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা- **ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৩টি গোল)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা- **ব্রাজিলের রোনালদো (১৫টি গোল)**।
- বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা- **জার্মানীর গার্ড মুলার (১৪টি গোল)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন দেশ- **ব্রাজিল। পাঁচবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২)**।
- ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **দক্ষিণ আফ্রিকাতে**।
- ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে- **ব্রাজিলে**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "গোল্ডেন বুট" চালু হয়- **১৯৮২ সালে (স্পেন বিশ্বকাপ)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "মাসকট" চালু হয়- **১৯৬৬ সালে (প্রথম মাসকট উইলি)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "গোল্ডেন বল" চালু হয়- **১৯৮২ সালে (স্পেন বিশ্বকাপ)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "গোল্ডেন গোল" চালু হয়- **১৯৯৮ সালে (ফ্রান্স বিশ্বকাপে)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়নি- **১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে**।
- প্রথমবারের মতো এশিয়া মহাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **২০০২ সালে**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম দেশ- **মিশর (১৯৩৮ সালে)**।

- ১৯৬৬ সালে চুরি যাওয়া বিশ্বকাপ ট্রফিটি উদ্ধারে সহায়তাকারী কুকুরটির নাম- **পিকলস**।
- বিশ্বকাপে প্রথম অংশ নেয়া এশিয়ার প্রথম দেশ- **দক্ষিণ কোরিয়া (১৯৫৪ সালে)**।
- বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাট্রিক করেন- **আর্জেন্টিনার গিলসো স্টাবিল**।
- বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১০-এর চ্যাম্পিয়ন দেশ - স্পেন, রানার্সআপ দেশ - নেদারল্যান্ড।

বিশ্বকাপে অবিনশ্বর রেকর্ড

- সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয় ব্রাজিলের পাঁচবার।
- বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি ব্রাজিল ১৯ বার।
- ৩ বার বিশ্বকাপ জেতা একমাত্র ফুটবলার পেলে (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০)।
- সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা পে-য়ার লোথার ম্যাথিউস (জার্মানি ২৫ টি ম্যাচ)।
- বিশ্বকাপে কনিষ্ঠতম ফুটবলার নরমান হোয়াইটসাইট (১৭ বছর ৪১ দিন, আয়ারল্যান্ড)।
- সবচেয়ে বেশি গোল রোনালদোর (ব্রাজিল) ১৫টি।
- এক টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি গোল জ্যাঁ ফন্টেইন ১৩টি।
- সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা পেলে (ব্রাজিল ১৭ বছর ২৩৯ দিন)।
- সর্বকনিষ্ঠ হ্যাটট্রিক পেলে (১৭ বছর ২৪৯ দিন, ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল-সুইডেন খেলায়)।
- সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা রজার মিলা (৪২ বছর ৩৯ দিন)।
- সবচেয়ে দ্রুততম গোল ১১ সেকেন্ডে হাকান সুকুর (তুরস্ক)।
- সবচেয়ে বেশি গোলের ম্যাচ (৭-৫) আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ১৯৫৪।
- সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা অধিনায়ক দিয়াগো ম্যারাডোনা ১৬ ম্যাচ।
- খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে টুর্নামেন্ট জয় মারিয়ো জাগালো ও ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার।
- বেঞ্চে থেকেও লাল কার্ড দেখা খেলোয়াড় ক্লদিও ক্যানিজিয়া (আর্জেন্টিনা) ২০০২ সালে।

রোল অব অনার (বিশ্বকাপ ফুটবল ১ম-১৯তম)

সাল	স্বাগতিক	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ফলাফল
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	৪-২
২০০২	কোরিয়া-জাপান	ব্রাজিল	জার্মানি	২-০
২০০৬	জার্মানি	ইতালি	ফ্রান্স	৫-৩ পেনাল্টি
২০১০	দক্ষিণ আফ্রিকা	স্পেন	নেদারল্যান্ড	১-০

Note : ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপে কোন অফিসিয়াল ফাইনাল ম্যাচ ছিল না।

ক্রিকেট

তথ্যপ্রবাহ.....

- ক্রিকেট খেলার জন্ম- **ইংল্যান্ডে**।
- পিচ হচ্ছে- **ক্রিকেট খেলার মাঠের মাঝখানে ২২ গজ লম্বা ও ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া স্থান**।
- ক্রিকেট খেলার মাঠ - **ডিম্বাকৃতির**।
- ক্রিকেট খেলায় প্রত্যেক দলে খেলোয়াড় থাকে- **১১ জন**।
- ক্রিকেট স্ট্যাম্পের দৈর্ঘ্য মাটি থেকে- **২৭ ইঞ্চি**।
- ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে সর্বাধিক- **ব্যাটের দৈর্ঘ্য হবে সর্বাধিক ৩৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ হবে ৪.৫ ইঞ্চি**।
- অ্যাসেস, সিলিপয়েন্ট, এল.বি.ডবি-উ, গুগলি কথাগুলো ব্যবহৃত হয়- **ক্রিকেট খেলায়**।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- **৪ বছর পর পর** ।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ- **২টি (ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া)**।
- বর্তমানে বিশ্বে টেস্ট খেলুড়ে দেশের সংখ্যা- **১০টি, যথা ঃ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, দঃ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ। (তবে ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে জিম্বাবুয়ের টেস্ট স্ট্যাটাস স্থগিত রাখা হয়েছে)**।
- মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয় - **১৯৯৩ সালে**।
- প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- **অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৫ - ১৭ মার্চ ১৮৭৭। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে**।
- টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়- **অস্ট্রেলিয়া**।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বপ্রথম হ্যাট্রিক করেন- **জালালউদ্দিন (পাকিস্তান)**।
- আই সি সি এর পূর্ণ রূপ- **ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল**।
- আই. সি. সি-র পূর্ণ সদস্য- **১০টি**।

- আই. সি. সি-র সর্বশেষ পূর্ণ সদস্য- **বাংলাদেশ।**
- ১৯৯৭ সালে আই সি সি-র চ্যাম্পিয়ন- **বাংলাদেশ।**
- টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- **মুত্তিয়া মুরালিধরন (৮০০ উইকেট)।**
- ওয়ান ডে তে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- **মুত্তিয়া মুরালিধরন।**
- টেস্টে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরী করেছে- **শচীন টেন্ডুলকার (.....টি)।**
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ সেঞ্চুরী করেছে- **শচীন টেন্ডুলকার (.....টি)।**
- টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক- **ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা।**
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের মালিক- **শচীন টেন্ডুলকার ।**
- টেস্ট এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে দুটি করে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেছেন- **ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্ড়ান)।**
- ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্র"ততম সেঞ্চুরী করেন- **পাকিস্ড়ানের শহীদ আফ্রিদি (৩৭ বলে)।**
- ওয়ান ডে ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক- **ভারতের শচীন টেন্ডুলকার - ২০০ রান।**
- টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন- **ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা ৪০০ রান (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুর" হয়- **১৯৭৫ সাল থেকে।**
- বাংলাদেশ ওয়ান ডে স্ট্যাটার্স লাভ করে- **১৫ জুন, ১৯৯৭ সালে।**
- বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটার্স লাভ করে- **২৬ জুন ২০০০ সালে।**
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে- **ভারত এর বিপক্ষে (১০ নভেম্বর ২০০০)।**
- বিশ্বের সবচেয়ে দ্র"তগতির বোলার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন- **শোয়েব আকতার (১০০.৪ মাইল নিউজিল্যান্ডের বির"দ্ধে)।**
- ওয়ান-ডে ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেন- **ভারতের শচীন টেন্ডুলকার।**
- টেস্ট ক্রিকেট শুর" হয়- **১৮৭৭ সালে।**

বিশ্বকাপ ক্রিকেট সমাচার

তথ্যপ্রবাহ.....

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেন - **ওয়াসিম আকরাম (৩৮টি ম্যাচ)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট পান - **ওয়াসিম আকরাম (৭১টি)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করেন - **শচীন টেন্ডুলকার ১৭৩২ রান (৩৩টি ম্যাচে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বার খেলার রেকর্ড - **জাভেদ মিয়াদাদ (৬টি বিশ্বকাপ)।**
- এক বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ - **শচীন টেন্ডুলকার (৬৭৩ রান অষ্টম বিশ্বকাপে)।**
- এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহ - **গে-ন ম্যাকগ্রা (২৬টি নবম বিশ্বকাপে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যান অব দ্য ম্যাচ - **শচীন টেন্ডুলকার (৬ বার)।**
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে ইনিংসের প্রথম তিন বলে হ্যাটট্রিক করার রেকর্ড - **চামিন্দা ভাস (বাংলাদেশের বিপক্ষে)।**
- অষ্টম বিশ্বকাপে ১ ওভারে ৪ উইকেট লাভ করেন - **চামিন্দা ভাস (বাংলাদেশের বিপক্ষে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এ পর্যন্ড় হ্যাটট্রিক হয় - **৫টি।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন - **ভারতের চেতন শর্মা ১৯৮৭ সালে (দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক - সাকলাইন মুশতাক ১৯৯৯, তৃতীয় হ্যাটট্রিক - চামিন্দা ভাস ২০০৩, চতুর্থ হ্যাটট্রিক - ব্রেট লি ২০০৩, পঞ্চম হ্যাটট্রিক - লাথিস মালিঙ্গা ২০০৭)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্র"ততম বল করেন - **শোয়েব আখতার (১০০.২৪ মাইল বা ১৬১.৩ কিলোমিটার/ঘন্টা)।**
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ - **কানাডা-শ্রীলংকার ম্যাচ (২৩.২ ওভার) কানাডা ১৮.৪ ওভার ও শ্রীলংকা ৪.৪ ওভার।**
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটে দলীয় সর্বনিম্ন স্কোর - **শ্রীলংকার বিপক্ষে কানাডা ৩৬ রান (২০০৩)।**
- বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান – **দক্ষিন আফ্রিকার গ্যারী কারস্টেন অপরাজিত ১৮৮ রান (সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে)।**
- ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথম ৫০০ উইকেট সংগ্রহকারী বোলার - **ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্ড়ান)।**
- একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে কোন দলের ১১নং ব্যাটসম্যানের রেকর্ড - **শোয়েব আখতার (৪৩ রান ইংল্যান্ডের বির"দ্ধে)।**
- বিশ্বকাপে দলীয় সর্বোচ্চ রান - **বারমুডার বিপক্ষে ভারতের ৪১৩ রান।**
- বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১ ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬ - **ইমরান নাজির (৮টি ৬ মারেন নবম বিশ্বকাপ ফাইনালে)।**
- অষ্টম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে একমাত্র খেলোয়ার কাম কোচ - **নামিবিয়ার কোচ লেনি লুই।**
- অষ্টম বিশ্বকাপ কোন খেলোয়ার দুটি ভিন্ন রেকর্ড করেন - **নামিবিয়ার বোলার র"ডি ফনফুরেন। তিনি নামিবিয়ার হয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও নামিবিয়ার হয়ে রাগবি ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নিয়ে এক অসাধারণ রেকর্ড করেন।**
- প্রথম রঙিন পোশাকে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় - **১৯৯২ সালে।**
- বিশ্বকাপে সর্বপ্রথম বলটি করেন- **ভারতের মদন লাল (লর্ডসে) ১৯৭৫ সালে।**
- বিশ্বকাপে প্রথম বলটি খেলেন- **ইংল্যান্ডের জনজেমসন (লর্ডসে) ১৯৭৫ সালে।**
- বিশ্বকাপে প্রথম খেলায় অংশগ্রহণ করে- **ভারত বনাম ইংল্যান্ড ১৯৭৫ সালে।**

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম জয়ী দল- **ইংল্যান্ড।**
- প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- **ওয়েস্ট ইন্ডিজ।**
- বিশ্বকাপে প্রথম শতরান করেন- **ইংল্যান্ডের ডেনিস অ্যামিস (লর্ডসে)** ১৯৭৫ সালে ভারতের বিপক্ষে- **উদ্বোধনী ম্যাচ (১৩৭ রান)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বেশি বয়সে অভিষেক হওয়া খেলোয়াড়- **ইংল্যান্ডের জন প্রিঙ্গল।**

T-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট

- ✓ প্রথম স্বীকৃত টুয়েন্টি ২০ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- **২০০৫ সালে (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে)।**
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- **১১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭, দক্ষিণ আফ্রিকা।**
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মাসকট - **১১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭, দক্ষিণ আফ্রিকা।**
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মাসকট - **ড. বিট**
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ান - **ভারত (রানার্স আপ পাকিস্ড়ান)**
- ✓ টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় – **২ বছর পর পর**
- ✓ আন্ড়র্জাতিক টুয়েন্টি ২০ ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান - **ক্রিস গেইল (২০০৭)**
- ✓ আন্ড়র্জাতিক টুয়েন্টি ২০ ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিককারী বোলার- **ব্রেট লি (২০০৭)**
- ✓ তৃতীয় টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ান - **ইংল্যান্ড (রানার্স আপ অস্ট্রেলিয়া)**
- ✓ টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সর্বাধিক রানের অধিকারী - **মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রীলংকা)**
- ✓ টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সর্বাধিক উইকেট শিকারি - **শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্ড়ান)**

T20 বিশ্বকাপ : রোল অব অনার

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ান	রানার্স-আপ
২০০৭	দক্ষিণ আফ্রিকা	ভারত	পাকিস্ড়ান
২০০৯	ইংল্যান্ড	পাকিস্ড়ান	শ্রীলংকা
২০১০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
২০১২	শ্রীলংকা	-	-
২০১৪	বাংলাদেশ	-	-

বাংলাদেশের ক্রিকেট

Real Exam-এ আসা প্রশ্ন ঃ

০৩। **বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নেয়?**

ক. ১৯৯২ সালে খ. ১৯৯৬ সালে **গ. ১৯৯৯ সালে** ঘ. ১৯৮৭ সালে

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- **১৫ জুন, ১৯৯৭।**
- বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে- **২৬ জুন, ২০০০।**
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে - **ভারতের সাথে।**
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট খেলে- **বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে (২০০০ সালে)।**
- ওয়ানডে এবং টেস্টে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী- **হাবিবুল বাশার।**
- ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী - **সাকিব আল হাসান।**
- বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান- **মোহাম্মদ আশরাফুল (বাংলাদেশ)।**
- বাংলাদেশের টেস্ট হ্যাটট্রিককারী বোলার- **অলক কাপালি (৩২ তম)।**
- একদিনের আন্ড়র্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসের বাংলাদেশের একমাত্র হ্যাটট্রিককারী বোলার- **মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন (২১ তম)।**
- বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজে জয়ী হয়- **জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে।**
- বাংলাদেশের সফল বোলার- **মোহাম্মদ রফিক।**
- বাংলাদেশ ক্রিকেটের বর্তমান কোচ- **জিমি সিডন্স (অস্ট্রেলিয়া)।**
- টেস্টে এক ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের অধিকারী- **মোহাম্মদ আশরাফুল (১৫৮ রান)।**
- বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক- **নাইমুর রহমান দুর্জয়।**
- ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর- **৩০১ রান (কেনিয়ার বিরুদ্ধে)।**
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস- **৪৮৮ রান (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)।**
- ২০১২ সালে এশিয়া কাপ ক্রিক্রেট চাম্পিয়ান হয় - **পাকিস্ড়ান** এবং রানার্সআপ - **বাংলাদেশ।**

Home Work

০১। **বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?**
ক. ঢাকা খ. ময়নামতি গ. রাজশাহী ঘ. সোনার গাঁ

০২। **বাকল্যান্ড বাঁধ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**
ক. শীতলক্ষ্যা খ. বুড়িগঙ্গা গ. মেঘনা ঘ. যমুনা

০৩। **বাংলাদেশের কোথায় ফিসারী ইনস্টিটিউট অবস্থিত?**
ক. চট্টগ্রাম খ. চাঁদপুর গ. খুলনা ঘ. সবগুলোই

০৪। **'মহাস্থানগড়' কোথায় অবস্থিত?**
ক. যশোর খ. খুলনা গ. চট্টগ্রাম ঘ. বগুড়া

০৫। **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক কতটি?**
ক. ৭ টি খ. ৯ টি গ. ২৩ টি ঘ. ১১ টি

০৬। **লালবাগ দুর্গের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন কে?**
ক. মীর জুমলা খ. শায়েস্তা খান গ. মুর্শিদকুলি খান ঘ. ইসলাম খান

০৭। **শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?**
ক. ঢাকা খ. ময়মনসিংহ গ. কুমিল-া ঘ. খুলনা

০৮। **গ্রীমাণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা -**
ক. ড. মুহাম্মদ ইউনুস খ. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ গ. ড. মুহাম্মদ কাদিরিয়া ঘ. ফজলে হাসান আবেদ

০৯। **'লালপুকুর' কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক. রংপুর খ. কুমিল-া গ. রাজশাহী ঘ. বরিশাল

১০। **বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী বন্দর কোনটি?**
ক. নারায়নগঞ্জ খ. মংলা গ. চালনা ঘ. চট্টগ্রাম

১১। **বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র কোনটি?**
ক. রাঙ্গামাটি খ. ময়নামতি গ. পাহাড়পুর ঘ. কক্সবাজার

১২। **সাগর কন্যা বলা হয় -**
ক. ভোলাকে খ. কক্সবাজারকে গ. কুয়াকাটাকে ঘ. সবগুলোকেই

১৩। **শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান প্রশাসনিক পদের নাম কি?**
ক. সভাপতি খ. পরিচালক গ. মহাপরিচালক ঘ. নির্বাহী পরিচালক

১৪। **বাংলা একাডেমী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ১৯৬৫ সালে খ. ১৯৭০ সালে গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে

১৫। **বাংলাদেশে নতুন নোট চালু করার ক্ষমতা আছে কার?**
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের খ. সোনালী ব্যাংকের গ. গভর্ণরের ঘ. অর্থমন্ত্রীর

১৬। **বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু হয় কবে?**
ক. ৪ জুলাই, ১৯৭২ খ. ৪ মার্চ, ১৯৭২ গ. ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ ঘ. ৪ মার্চ, ১৯৭১

১৭। **মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন-**
ক. কাজী নূরুজ্জামান খ. আব্দুল জলিল গ. নিয়মিত কেউ ছিলেন না ঘ. মেজর শফিউল-াহ

১৮। **বাংলাদেশের আয়ের সিংহভাগ আসে কোথা হতে?**
ক. পোশাক শিল্প হতে খ. মৎস্য শিল্প হতে গ. কর সংগ্রহ হতে ঘ. কৃষি খাত হতে

১৯। **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কোনটি?**
ক. জয়পুরহাট চিনি কল খ. কুষ্টিয়া চিনিকল গ. কের" এন্ড কোং লিঃ দর্শনা ঘ. ঠাকুরগাঁও

২০। **BARD কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক. বগুড়া খ. দিনাজপুর গ. কুমিল-া ঘ. গাজীপুর

২১। **জনবসতির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম কোন জেলায়?**
ক. দিনাজপুর খ. ভোলা গ. খাগড়াছড়ি ঘ. বান্দরবান

২২। **বাংলাদেশের সর্বউত্তরের স্থান "বাংলাবান্ধা" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?**
ক. মহানন্দা খ. করতোয়া গ. পদ্মা ঘ. তিস্তা

২৩। **বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় কোনটি?**
ক. পাথরচাওলি খ. হাকালুকি গ. রেউন ঘ. টাঙ্গুয়ার হাওড়

২৪। **বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান "মহামুনি বিহার" কোথায় অবস্থিত?**
ক. ময়নামতি খ. দিনাজপুর গ. রাউজান ঘ. মহাস্থানগড়

২৫। **বাংলাদেশের প্রথম সরকারি EPZ কোনটি?**
ক. ঢাকা EPZ খ. কুমিল-া EPZ গ. চট্টগ্রাম EPZ ঘ. ঈশ্বরদী EPZ

২৬। **বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঋণদাতা গোষ্ঠী হচ্ছে -**
ক. IMF খ. IDA গ. IDB ঘ. IFC

২৭। **বিদেশী বিনিযোগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান কোনটি?**
ক. ইয়ংওয়ান খ. ন্যামনাম গ. অক্সিডেন্টাল ঘ. কেয়ার্ণ এনার্জি

২৮। **ময়মনসিংহ জেলার "ত্রিশাল" কোন কবির বাল্য স্মৃতির জন্য বিখ্যাত?**
ক. নজর"ল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ. জসিম উদ্দিন ঘ. শামসুর রাহমান

২৯। **জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে সাথে প্রথম পতাকার উত্তোলন করা হয় ১৯৭১ সালের -**
ক. ২ মার্চ খ. ৩ মার্চ গ. ৭ মার্চ ঘ. ২৩ মার্চ

৩০। **বাংলাদেশে একমাত্র নোট ছাপাখানা সিকিউরিটি প্রেস চালু হয় কবে?**

ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৮৯ সালে গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯০ সালে

উত্তরমালা

০১। ঘ	০২। খ	০৩। খ	০৪। ঘ	০৫। ক	০৬। খ	০৭। গ	০৮। ক	০৯। ক	১০। ক
১১। ঘ	১২। গ	১৩। গ	১৪। গ	১৫। ক	১৬। খ	১৭। গ	১৮। ক	১৯। গ	২০। গ
২১। ঘ	২২। ক	২৩। ঘ	২৪। গ	২৫। গ	২৬। খ	২৭। ক	২৮। ক	২৯। খ	৩০। খ